Course Title: Ethical and Professional Conduct

Course Code: ICT-3209

Name: Afifa Tahsin Haq

ID: IT22005

Session: 2021-2022

3rd Year,2nd Semester

Department of ICT,MBSTU

Assignment Name: (First 11 Stories) Revisiting Leo Tolstoy 23 Stories and Developing Note in Bangla

গল্প–১: God Sees the Truth, But Waits

বাংলা সারসংক্ষেপ :

ইভান দিমিত্রিচ অক্সিওনভ ভ্লাদিমির শহরের একজন সৎ ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন তিনি নিজনি মেলায় যাওয়ার পথে আরেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে একই সরাইখানায় রাত কাটান। পরদিন সকালে অক্সিওনভ আগে রওনা দেন। কিছু দূর যাওয়ার পর পুলিশ তাকে আটক করে জানায় যে সেই ব্যবসায়ীকে রাতে খুন করা হয়েছে। তল্লাশি করে অক্সিওনভের ব্যাগ থেকে রক্তমাখা একটি ছুরি পাওয়া যায়। নির্দোষ হলেও প্রমাণের অভাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

অক্সিওনভের স্ত্রীও এক সময় সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি গভীরভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন—মানুষ নয়, কেবল ঈশ্বরই সত্য জানেন। এরপর তিনি সব আশা ছেড়ে ঈশ্বরের ওপর ভরসা রেখে সাইবেরিয়ার কারাগারে দীর্ঘ ২৬ বছর কাটান। সেখানে তিনি শান্ত, ধার্মিক ও ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবে সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

একদিন মাকার সেমিওনিচ নামে এক নতুন কয়েদি আসে। তার কথাবার্তা থেকে অক্সিওনভ বুঝতে পারেন—এই লোকই আসল খুনি। একসময় মাকার পালানোর চেষ্টা করলে কর্তৃপক্ষ অক্সিওনভকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তিনি তাকে ফাঁসান না। পরে অনুতপ্ত মাকার নিজেই স্বীকার করে যে সে-ই খুন করেছিল এবং অক্সিওনভের কাছে ক্ষমা চায়। অক্সিওনভ তাকে ক্ষমা করেন। যদিও সত্য প্রকাশিত হয়, ততদিনে অক্সিওনভ মারা যান।

মূল শিক্ষা:
ঈশ্বর সব সত্য দেখেন, কিন্তু ন্যায়বিচারের জন্য সময় নেন। ক্ষমা ও বিশ্বাস মানুষের অন্তরের মুক্তি এনে দেয়।

গল্প–২: A Prisoner in the Caucasus

বাংলা সারসংক্ষেপ:

জিলিন নামে একজন রাশিয়ান সেনা কর্মকর্তা ককেশাস অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছুটি নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে তার সহকর্মী কোস্তিলিনকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেন। পথের মধ্যে তারা তাতারদের হাতে বন্দী হয় এবং একটি পাহাড়ি গ্রামে নিয়ে গিয়ে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। তাতাররা তাদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দাবি করে।

কোস্তিলিন দুর্বল ও ভীতু প্রকৃতির ছিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পালানোর সাহস পায় না। কিন্তু জিলিন ছিল বুদ্ধিমান, সাহসী ও পরিশ্রমী। বন্দী অবস্থায়ও সে কাঠ দিয়ে খেলনা, পুতুল ও নানা জিনিস বানিয়ে গ্রামবাসীদের মন জয় করে। গ্রামের এক ছোট মেয়ে দিনা জিলিনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং তাকে খাবার ও সাহায্য দেয়।

এক রাতে জিলিন ও কোস্তিলিন পালানোর চেষ্টা করে। পথে কোস্তিলিনের পা ব্যথা পেলে সে চলতে পারে না। জিলিন তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়ে এবং আবার বন্দী হয়। পরে দিনা আবার গোপনে জিলিনকে সাহায্য করে। এবার জিলিন একাই পালিয়ে রাশিয়ান সেনাশিবিরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। কোস্তিলিন পরে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি পায়।

মূল শিক্ষা:
সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও মানবিক আচরণ বিপদের মধ্যেও মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়।

গল্প–৩: The Bear-Hunt

বাংলা সারসংক্ষেপ:

গল্পে লেখক ভালুক শিকারের এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। শীতের সময় কয়েকজন শিকারি একত্রে ভালুক শিকারে বের হয়। তারা জঙ্গলে ভালুকের গর্ত খুঁজে বের করে এবং সতর্কতার সঙ্গে শিকারের প্রস্তুতি নেয়। ভালুক শিকার করা খুবই বিপজ্জনক কাজ, কারণ ভালুক অত্যন্ত শক্তিশালী ও হিংস্র প্রাণী।

শিকার চলাকালীন এক পর্যায়ে ভালুকটি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং শিকারিদের ওপর আক্রমণ করে। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একজন শিকারি সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়ে বন্দুক তাক করে গুলি চালায়। শেষ পর্যন্ত ভালুকটি মারা যায় এবং শিকার সফল হয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে লেখক দেখান যে শিকার কেবল শক্তির নয়, বরং ধৈর্য, সাহস ও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। একই সঙ্গে গল্পে মানুষের উত্তেজনা, ভয় এবং বিপদের মুখে মানসিক অবস্থাও বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে।

মূল শিক্ষা:
বিপদের মুখে সাহস ও স্থির বুদ্ধিই মানুষকে সফল করে তোলে, আর প্রকৃতির শক্তিকে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়।

গল্প–৪: What Men Live By

বাংলা সারসংক্ষেপ:

সাইমন নামে এক দরিদ্র জুতো সেলাইকারী তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কষ্টে জীবন যাপন করত। একদিন শীতের সময় কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সে রাস্তায় এক নগ্ন ও অসহায় মানুষকে দেখতে পায়। প্রথমে ভয় পেলেও মানবিকতা থেকে সে লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার স্ত্রী শুরুতে বিরক্ত হলেও পরে তাকে খাবার ও আশ্রয় দেয়। সেই লোকটির নাম ছিল মাইকেল।

মাইকেল সাইমনের সঙ্গে থেকে জুতো বানানোর কাজ শেখে এবং ধীরে ধীরে ভালো কারিগর হয়ে ওঠে। তার কারণে সাইমনের সংসারের অবস্থাও উন্নত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাইকেলের মুখে তিনবার হাসি দেখা যায়, যা গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শেষে প্রকাশ পায়, মাইকেল আসলে একজন দেবদূত। ঈশ্বর তাকে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন—
১) মানুষ কিসের দ্বারা বেঁচে থাকে,
২) মানুষের ভেতরে কী নেই,
৩) মানুষ কী দিয়ে জীবন ধারণ করে।

পৃথিবীতে থেকে সে বুঝতে পারে—মানুষ ভালোবাসা দিয়ে বেঁচে থাকে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান তার নেই, এবং মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবন ধারণ করে। এই উপলব্ধির পর মাইকেল স্বর্গে ফিরে যায়।

মূল শিক্ষা:
ভালোবাসা ও মানবিকতাই মানুষের জীবনের আসল শক্তি। ঈশ্বরের পরিকল্পনাই মানুষের জীবন পরিচালনা করে।

গল্প–৫: A Spark Neglected Burns the House

বাংলা সারসংক্ষেপ:

এই গল্পে টলস্টয় মানুষের ঝগড়া ও অহংকার কীভাবে বড় বিপর্যয়ের কারণ হয় তা দেখিয়েছেন। এক গ্রামে দুই প্রতিবেশী পরিবার শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু একদিন ছোট একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও রাগের সৃষ্টি হয়। সামান্য কথাকাটাকাটি থেকে শত্রুতা বাড়তে থাকে।

গ্রামের বয়স্ক ও জ্ঞানী মানুষরা বারবার তাদের শান্ত হতে বলেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ছোট ঝগড়া উপেক্ষা করলেই বড় বিপদ এড়ানো যায়। কিন্তু কেউ কারও কথা শোনে না। প্রতিশোধের মনোভাব থেকে এক পরিবার গোপনে অন্য পরিবারের ঘরের পাশে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং শুধু একটি ঘর নয়, পুরো গ্রামই আগুনে পুড়ে যায়। আগুনে দোষী-নির্দোষ সবার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। তখন সবাই বুঝতে পারে—একটি ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গকে অবহেলা করার ফল কত ভয়াবহ হতে পারে।

মূল শিক্ষা:
ছোট ঝগড়া ও রাগ উপেক্ষা না করলে তা বড় ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সহনশীলতা ও ক্ষমাই সমাজে শান্তি বজায় রাখে।

গল্প–৬: Two Old Men

বাংলা সারসংক্ষেপ:

এই গল্পে দুই বৃদ্ধ—এলিশা ও এফিম—ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র তীর্থভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দুজনেই দরিদ্র হলেও ধর্মভীরু মানুষ। যাত্রার আগে তারা নিজেদের কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়। পথে যেতে যেতে তারা এক বিধবা নারী ও তার সন্তানদের চরম কষ্টে পড়ে থাকতে দেখে।

এলিশা ওই অসহায় পরিবারের অবস্থা দেখে তাদের সাহায্য করার জন্য থেমে যায়। সে তাদের জন্য খাবার, কাঠ ও প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করে দেয় এবং ঘর মেরামত করে দেয়। এতে অনেক সময় নষ্ট হওয়ায় এলিশা তীর্থে যেতে দেরি করে। অন্যদিকে এফিম সাহায্য না করে একাই তীর্থযাত্রা চালিয়ে যায়, কারণ তার ধারণা ছিল—ধর্মীয় কাজই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এফিম তীর্থস্থানে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে দেখে, এলিশা আগেই সেখানে উপস্থিত। পরে বোঝা যায়, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর আসল পথ তীর্থভ্রমণ নয়, বরং মানবসেবা। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমেই এলিশা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভ করেছে।

মূল শিক্ষা:
মানবসেবাই প্রকৃত ধর্ম। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পথই শ্রেষ্ঠ।

গল্প–৭: Where Love Is, God Is

বাংলা সারসংক্ষেপ:

মার্টিন আভদেইচ নামে এক বৃদ্ধ জুতো সেলাইকারী একা থাকত। তার স্ত্রী ও সন্তান মারা যাওয়ায় সে গভীর দুঃখে ডুবে গিয়েছিল। একদিন বাইবেল পড়তে গিয়ে সে বুঝতে পারে—ঈশ্বরের পথে চলাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য। এরপর সে আরও ধার্মিক ও মানবিক হয়ে ওঠে।

এক রাতে স্বপ্নে মার্টিন শুনতে পায়, ঈশ্বর নাকি পরদিন তার কাছে আসবেন। এই আশায় সে সারাদিন জানালার পাশে বসে থাকে। পথে যাওয়া আসা মানুষদের সে গভীর মনোযোগে লক্ষ করতে থাকে। সে এক বৃদ্ধ রাস্তা পরিষ্কারকারীকেও ঠান্ডায় কষ্ট পেতে দেখে এবং তাকে ঘরে এনে চা খাওয়ায়।

পরে এক দরিদ্র নারীকে শিশুসহ কষ্টে পড়ে থাকতে দেখে সে তাকে খাবার ও সাহায্য দেয়। এরপর এক চোর ধরা পড়লে মার্টিন রাগ না করে তাকে ক্ষমা করে দেয় এবং চুরি করা জিনিস ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সারাদিন শেষে মার্টিন হতাশ হয়, কারণ ঈশ্বর তো আসলেন না।

তখন সে উপলব্ধি করে—যাদের সে সাহায্য করেছে, তাদের মধ্যেই ঈশ্বর ছিলেন। ভালোবাসা ও মানবসেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর মানুষের কাছে আসেন।

মূল শিক্ষা:
যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানেই ঈশ্বর আছেন। মানবসেবাই প্রকৃত ঈশ্বরসেবা।

গল্প–৮: The Story of Iván the Fool

বাংলা সারসংক্ষেপ:

ইভান নামে এক সরল ও নিরীহ যুবক ছিল, যাকে সবাই "ইভান দ্য ফুল" বা বোকা ইভান বলে ডাকত। তার দুই ভাই ছিল খুব চালাক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী—একজন সৈনিক হতে চায়, অন্যজন ধনী

ব্যবসায়ী হতে চায়। ইভান রাজনীতি, যুদ্ধ বা সম্পদের প্রতি আগ্রহী ছিল না; সে শুধু সৎভাবে পরিশ্রম করে শান্ত জীবন কাটাতে চাইত।

শয়তান ইভান ও তার ভাইদের পরীক্ষা করতে আসে। ইভানের ভাইরা ক্ষমতা, যুদ্ধ ও লোভের ফাঁদে পড়ে ধ্বংসের পথে যায়। কিন্তু ইভান শয়তানের প্রলোভন বুঝতে না পেরে সোজাসাপ্টা আচরণ করে, ফলে শয়তানের কৌশলই ব্যর্থ হয়। ইভান কখনো মিথ্যা বলে না, কাউকে ঠকায় না এবং অহিংস জীবনযাপন করে।

শেষ পর্যন্ত ইভান রাজ্যের শাসক হলেও সে কোনো সেনাবাহিনী গড়ে তোলে না, কর বাড়ায় না, যুদ্ধ চায় না। তার রাজ্যে মানুষ শান্তিতে থাকে, কারণ সেখানে লোভ, যুদ্ধ ও শোষণ নেই।

গল্প– ৯: Evil Allures, But Good Endures

বাংলা সারসংক্ষেপ:

এই গল্পে লিও টলস্টয় মানুষের জীবনে ভাল ও মন্দের চিরন্তন দ্বন্দ্ব খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখানো হয়েছে, মন্দ কাজ শুরুতে মানুষকে খুব সহজে আকর্ষণ করে, কিন্তু তার ফল কখনোই ভালো হয় না।

গল্পের মূল ভাব হলো—একজন মানুষ যখন জীবনে বিভিন্ন লোভ, প্রলোভন ও সুবিধার মুখোমুখি হয়, তখন মন্দ কাজ তাকে দ্রুত লাভের আশ্বাস দেয়। এতে মনে হয়, কম কষ্টে বেশি পাওয়া যাবে। তাই অনেক সময় মানুষ মন্দ পথ বেছে নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই মন্দ কাজ তার জীবনে অশান্তি, ভয়, অপরাধবোধ ও মানসিক কষ্ট ডেকে আনে।

অন্যদিকে, ভালো কাজ করা সহজ নয়। এতে ত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রয়োজন হয়। ভালো পথে চলতে গিয়ে মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং তাৎক্ষণিক লাভ নাও হতে পারে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ভালো কাজই মানুষকে আত্মিক শান্তি, সম্মান ও প্রকৃত সুখ দেয়।

গল্পের শেষে লেখক দেখিয়েছেন যে মন্দ কাজ কখনো স্থায়ী হতে পারে না। একসময় না একসময় তার পতন ঘটে। কিন্তু ভালো কাজ ধীরে হলেও চিরস্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়।

গল্প– ১০: Little Girls Wiser Than Men

বাংলা সারসংক্ষেপ:

এই গল্পে লিও টলস্টয় খুব সহজ ঘটনার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি, অহংকার ও প্রকৃত প্রজ্ঞা সম্পর্কে গভীর শিক্ষা দিয়েছেন। গল্পে দেখানো হয়েছে যে অনেক সময় বড়রা নিজেদের জ্ঞানী মনে করে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, অথচ ছোট শিশুরাই বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

একটি গ্রামে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। শুরুতে বিষয়টি তুচ্ছ হলেও ধীরে ধীরে তা বড় আকার ধারণ করে। একে অপরকে অপমান করা, দোষারোপ করা এবং প্রতিশোধের মনোভাব থেকে বড়রা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে গ্রামের শান্তি নষ্ট হয় এবং ঝগড়া আরও বেড়ে যায়।

এই সময় গ্রামের কয়েকটি ছোট মেয়ে পরিস্থিতি লক্ষ করে। তারা বোঝে যে বড়দের অহংকার ও রাগই এই সমস্যার মূল কারণ। কোনো ঝগড়া না করে, মারামারি বা কড়া কথা না বলে তারা সহজ বুদ্ধি ও শান্ত আচরণ দিয়ে সমস্যার সমাধান করে। তাদের নির্দোষ ও সরল আচরণে বড়রা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং লজ্জিত হয়।

শেষ পর্যন্ত বড়রা উপলব্ধি করে যে তাদের তথাকথিত বুদ্ধি আসলে অহংকারে ঢাকা ছিল, আর প্রকৃত প্রজ্ঞা এসেছে ছোট মেয়েদের কাছ থেকে।

গল্প– ১১: Ilyás

বাংলা সারসংক্ষেপ:

লিও টলস্টয়ের *Ilyás* গল্পে মানুষের জীবনে ধন-সম্পদ, দারিদ্র্য ও প্রকৃত সুখের অর্থ গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র ইলিয়াস একসময় ছিল অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি। তার ছিল প্রচুর জমি, গবাদি পশু, চাকর-বাকর এবং আরামদায়ক জীবন। মানুষ তাকে সম্মান করত এবং সবাই তার ঐশ্বর্যের প্রশংসা করত।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দুর্ভাগ্য ইলিয়াসের জীবনে নেমে আসে। একের পর এক ক্ষতির কারণে সে তার সব সম্পদ হারায়। অবশেষে ইলিয়াস ও তার স্ত্রী চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে এবং অন্যের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়।

অবাক করার বিষয় হলো—দারিদ্র্যে পড়েও ইলিয়াস ও তার স্ত্রী আগের চেয়ে বেশি শান্ত ও সুখী হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে, ধন-সম্পদের সময় তাদের জীবনে ছিল অহংকার, ভয় ও দুশ্চিন্তা। কিন্তু দরিদ্র জীবনে তারা পরিশ্রম করে খায়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে এবং মানসিক শান্তি লাভ করে।

গল্পের শেষে ইলিয়াস উপলব্ধি করে যে প্রকৃত সুখ সম্পদের মধ্যে নয়, বরং সন্তুষ্টি, পরিশ্রম ও সরল জীবনের মধ্যে নিহিত।